মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর মধ্যে
"বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচী"
শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমঝোতা স্মারক।

সমঝোতা স্মারক (MOU)

১২ জুন ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহন পুল-ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।

আশীষ কুমার সাহা
উপসচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

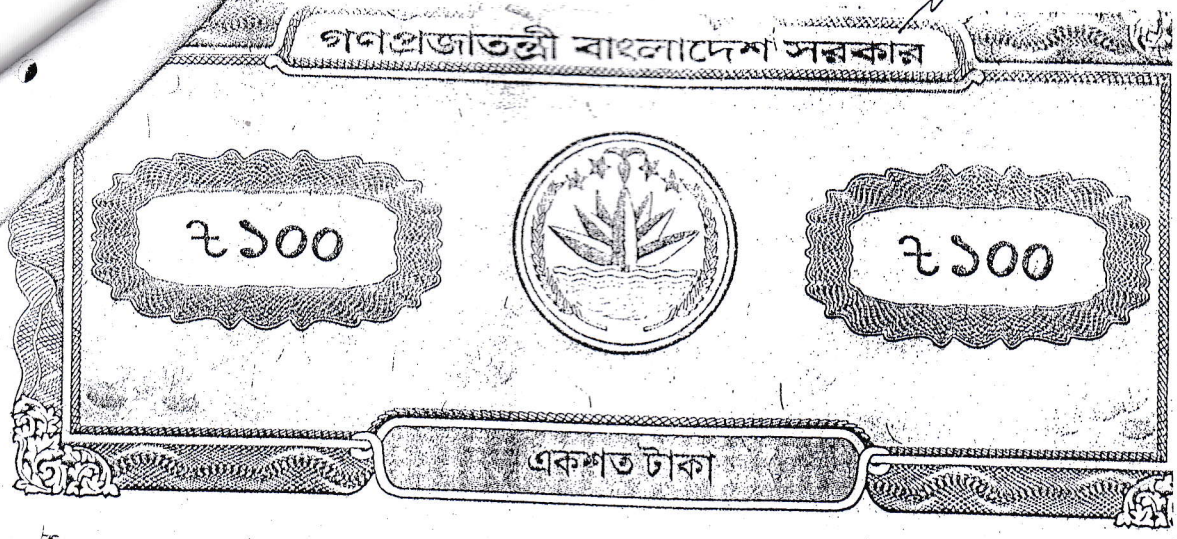

৭৫২৭১১৭

বিষয় ঃ "বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচী" শীর্ষক প্রকল্পটির প্রশিক্ষণ ও ঋণ কার্যক্রমের উপর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক (MOU)।

মুক্তিযোদ্ধারা জাতীর শ্রেষ্ঠ সন্তান। দেশ মাতৃকার স্বাধীনতায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ ও অবদানের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে দেশের সকল উপজেলা/থানা হতে নির্বাচিত বীর মুক্তিযোদ্ধা/ পোষ্যদের ব্যাক্তিগতভাবে ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনা, প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে "বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচী" শীর্ষক প্রকল্পটি ২০০২ হতে ২০০৫ বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত হয়। প্রকল্পটির সাংগঠনিক কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সরকারি খাতের একক বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি, বর্ণিত কাজ বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় ঋণ তহবিলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং আরো অধিক সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (১ম পক্ষ) এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (২য় পক্ষ) এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত দফাসমূহ সম্বলিত সমঝোতা স্মারক (MOU) প্রণয়ন করা হলো।

১। সংজ্ঞাঃ এই সমঝোতা স্মারকে-

(১) প্রকল্প বলতে- উপরে বর্ণিত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত "বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচী" শীর্ষক প্রকল্পকে বুঝাবে।

(২) অভীষ্ট জনগোষ্ঠী- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দেওয়া বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের তালিকা অনুযায়ী ব্যক্তি/পরিবারবর্গ।

(ক) মুক্তিযোদ্ধা বলতে- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃত কোন ব্যাক্তিকে বুঝাবে।

(খ) মুক্তিযোদ্ধাদের পোষ্য বলতে- মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী, ছেলে/মেয়ে, তালাকপ্রাপ্তা/ বিধবা কন্যা পোষ্য হিসেবে গণ্য হবে।

(গ) মুক্তিযোদ্ধা/ পোষ্য প্রকল্পভূক্ত হবার যোগ্যতাঃ

১) যিনি সরকারি বা আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মজীবি নন,

২) যার বার্ষিক আয় মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা ব্যতিরেকে ১৮,০০০/- টাকার উর্দ্ধে নয়,

৩) প্রকল্প এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা,

৪) বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর।

(৩) ফোকাল পয়েন্ট বলতে পরিচালক (সরেজমিন) বিআরডিবিকে বুঝাবে।

২। প্রকল্পের অংগসমূহ বা কার্যক্রম বলতে-

(১) অভীষ্ট জনগোষ্ঠী নির্বাচন,

(২) অভীষ্ট জনগোষ্ঠী প্রশিক্ষণ,

(৩) আয়বর্ধক কর্মকান্ডে ঋণ প্রদান,

(৪) সেমিনার/ ওয়ার্কশপ /প্রচারণা,

(৫) ঋণ ব্যবহার মূল্যায়ন।

এছাড়া উভয় পক্ষের সম্মতিতে প্রকল্পে ভবিষ্যতে অর্ন্তভূক্ত কার্যক্রমকেও বুঝাবে।

মোঃ আবুল কাসেম ভালুকদার
যুগ্ম-সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আব্দুল আলিম মিঞা
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

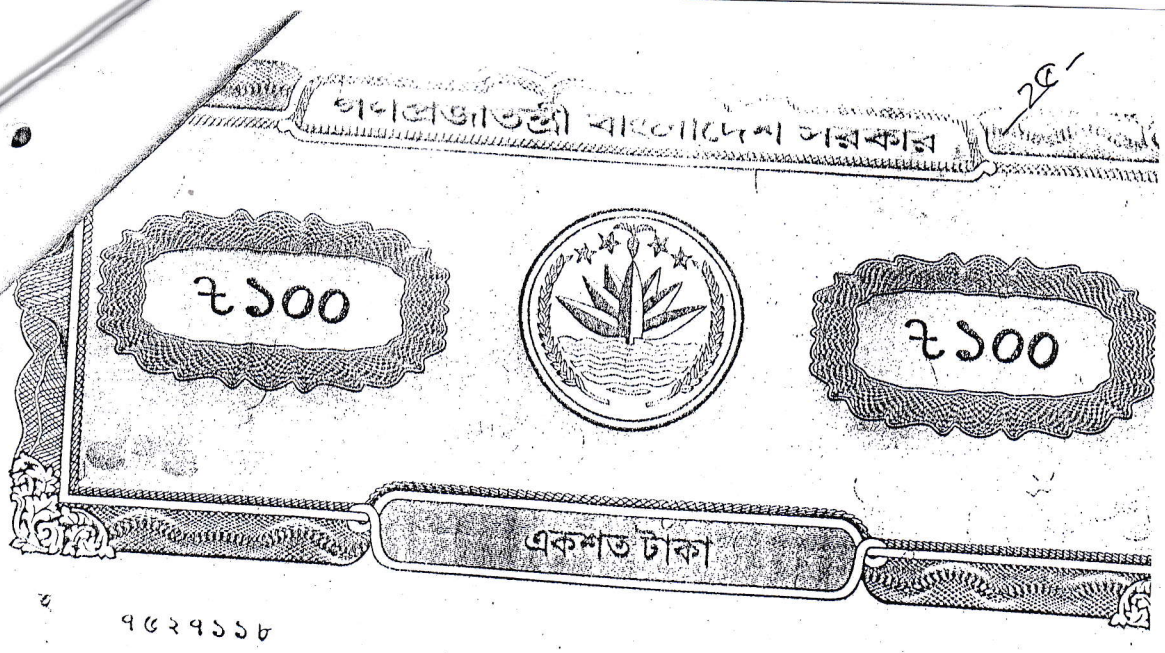

২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳১০০ ৳১০০

একশত টাকা

৭৫২৭১১৮

৩। অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠী বাছাইকরণ ও প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডঃ

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রদত্ত তালিকানুযায়ী মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরুপণ করে অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রণয়ন করা হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ঋণ কমিটির (ULC) পরামর্শ নেয়া হবে। প্রকল্পের অধীনে সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ বিআরডিবি কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

(১) বাছাই প্রক্রিয়া ও কার্যক্রমঃ

(ক) বিআরডিবি কর্তৃক উপরিউক্ত ১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সংজ্ঞার ভিত্তিতে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের সনাক্ত করে স্থানীয় পর্যায়ে তাদের সম্পত্তি, আয় ও জীবিকা নির্বাহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে। এই পর্যায়ে প্রণীত অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর তালিকা উপজেলা ঋণ কমিটির (ULC) বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবে এবং উক্ত কমিটি তালিকা চুড়ান্ত করবে। একই প্রক্রিয়ায় ইতোপূর্বে প্রণীত তালিকার সহিত পরবর্তীর্তে নির্বাচিত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের সংযোজন/ বিয়োজন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) করা যাবে। উপজেলা পর্যায়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবার ও পোষ্যদের সমন্বয়ে এক বা একাধিক দল গঠন করা হবে। দলের সভাপতি ও ব্যবস্থাপক (নির্বাচনের মাধ্যমে) থাকবে। এতে ঋণ বিতরণ ও আদায় সহজতর হবে ও ঋণ পরিচালনা ব্যয় কম হবে।

(খ) প্রত্যেক সদস্যকে কি ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করলে তাঁরা একক/ দলগতভাবে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়ে আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সক্ষম হবে তদালোকে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র সমূহ চিহ্নিত করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। নগদ ঋণ/ ঋণে উৎপাদন উপকরণ, মেশিনারিজ সরবরাহ করা যাবে এবং সদস্যের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(২) প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড পরিচালনাঃ

প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ দুইভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ সমূহ যথা কম্পিউটার, মৎস্য, পশু পালন, হাঁস-মুরগী পালন, পোষাক তৈরী, সেলাই ও এমব্রয়ডারি, ব্লক ও বাটিক, ইলেক্ট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী মেরামত, মোবাইল, কম্পিউটার সার্ভিসিং এ প্রশিক্ষণগুলো যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালনা করা হবে। অবশিষ্ট অ-কারিগরি ট্রেডের মধ্যে ধান, গম ভাঙ্গানো, সেচ ও কৃষি কাজ, বাঁশ ও বেত ও অন্যান্য হাতের কাজ এই প্রশিক্ষণগুলো বিআরডিবি কর্তৃক সম্পন্ন করা হবে। ড্রাইভিং এবং এলাকাভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প ইত্যাদি প্রশিক্ষণ অথবা অন্য কোন বিষয়ের প্রশিক্ষণ কাজ বিআরডিবি/ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বা অন্য কোন সরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালনা করা সম্ভব না হলে বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। এ বিষয়ে বিআরডিবি সার্বিক সমন্বয় সাধন করবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িতব্য প্রশিক্ষণের জন্য প্রার্থী বাছাই করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণের কাজটি বিআরডিবি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার সহিত যোগাযোগ করে সম্পন্ন করবে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক (প্রশিক্ষণ), পরিচালক (সরেজমিন) এর পরামর্শ অনুসারে এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে।

৪। ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নঃ

(ক) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন আত্মকর্মসংস্থানমূলক আয়বর্ধক পৃথক পৃথক কর্মকান্ডে ঋণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর ৫০% কে ঋণ কর্মসূচির আওতায় আনা হবে। লাভজনক প্রকল্পের বিপরীতে প্রত্যেক প্রকল্পের জন্য এককভাবে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা হতে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে। ঋণ প্রদানের জন্য বিআরডিবি সদর দপ্তরে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকল্পের নামে একটি আবর্তক ঋণ তহবিল (RLF) গঠন করা

মোঃ আব্দুল জলিল মিঞা
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

মোঃ আবুল কালাম তালুকদার
যুগ্ম সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳৫০ ৳৫০

পঞ্চাশ টাকা

কখ ৬৫১৩৬৪৫

হবে। উক্ত তহবিলের অর্থ প্রকল্প এলাকার নির্বাচিত উপজেলায় সরাসরি ব্যাংক মারফত সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের মাঝে ঋণ বিতরণ ও আদায় করা হবে। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিশেষ গোষ্ঠী বিবেচনা করে প্রস্তাবিত ঋণের সুদের হার ৮% করা হবে। আদায়কৃত সুদ হতে ৫% হারে বিআরডিবিকে সার্ভিস চার্জ প্রদান করা হবে। সুদের বিভাজন হার নিম্নরূপ হবেঃ

বিআরডিবি সার্ভিস চার্জ	-	৫%
আরএলএফ	-	২%
কু-ঋণ তহবিল	-	১%
মোট	-	৮%

ঋণ বিতরণ ও আদায়ের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রণীত ঋণ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরন করা হবে। তবে আলোচনা সাপেক্ষে ঋণ নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা যাবে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঋণের সেবামূল্যের হার পরিবর্তন করা হলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা পূর্বক ঋণের সেবামূল্যের হার পরিবর্তন করা যাবে।

(খ) ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে যে উপজেলা ঋণ কমিটির (ULC) থাকবে বিআরডিবি'র সংশ্লিষ্ট পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা উক্ত কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন। ঋণ মঞ্জুর ও আদায় কার্যক্রম ঋণ কমিটির সুপারিশ মতে পরিচালিত হবে।

(গ) ভবিষ্যতে কোন ঋণ সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্বেও নির্ধারিত সময়ে বা তৎপরবর্তি সময়ে আদায় না হলে এবং তা প্রচলিত নিয়মে কূ-ঋণ হিসেবে শ্রেণী বিন্যাসিত হলে উক্ত ঋণের সমপরিমান অর্থ কূ-ঋণ তহবিল হতে সমন্বয় করা হবে।

(ঘ) আবর্তক ঋণ তহবিল এর অর্থ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিআরডিবি কর্তৃক পরিচালিত হবে।

(ঙ) বিআরডিবি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে সার্বিক অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৫। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের ব্যবস্থাপনা ও জনবলের বিবরণঃ

(১) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড নিজস্ব জনবল দ্বারা এই প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

(২) পরিচালক (সরেজমিন) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্প কর্মকান্ডের সার্বিক তদারকির দায়িত্বে থাকবেন। তিনি সামগ্রিক কার্যাবলীর জন্য প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন।

(৩) উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সরাসরি প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবেন।

(৪) বিআরডিবি প্রয়োজনে আহরিত সার্ভিস চার্জ হতে ব্যায় নির্বাহ সাপেক্ষে একজন কম্পিউটার অপারেটর কাম অফিস সহকারী নিয়োগ দিতে পারবে।

৬। বিআরডিবিকে অর্থ প্রদানঃ

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ তহবিল মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর নামে ছাড় করার উদ্যোগ নেবে। নির্ধারিত ব্যাংক হিসাব মারফত বিআরডিবি অর্থ ব্যয় ও হিসাব সংরক্ষণ করবে এবং সরকারের আর্থিক বিধি বিধান মেনে চলবে।

৭। সমঝোতা স্মারকের কার্যকারিতাঃ

(১) এই সমঝোতা স্মারক বিআরডিবি ও জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল এর মধ্যে ২০০২ সালে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকের সংশোধনী বলে গন্য হবে এবং এই সমঝোতা স্মারকের কার্যকারিতা ৩০ জুন ২০২১ সাল পর্যন্ত কার্যকর

মোঃ আব্দুল জলিল মিঞা
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

মোঃ আবুল কাসেম তালুকদার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকার

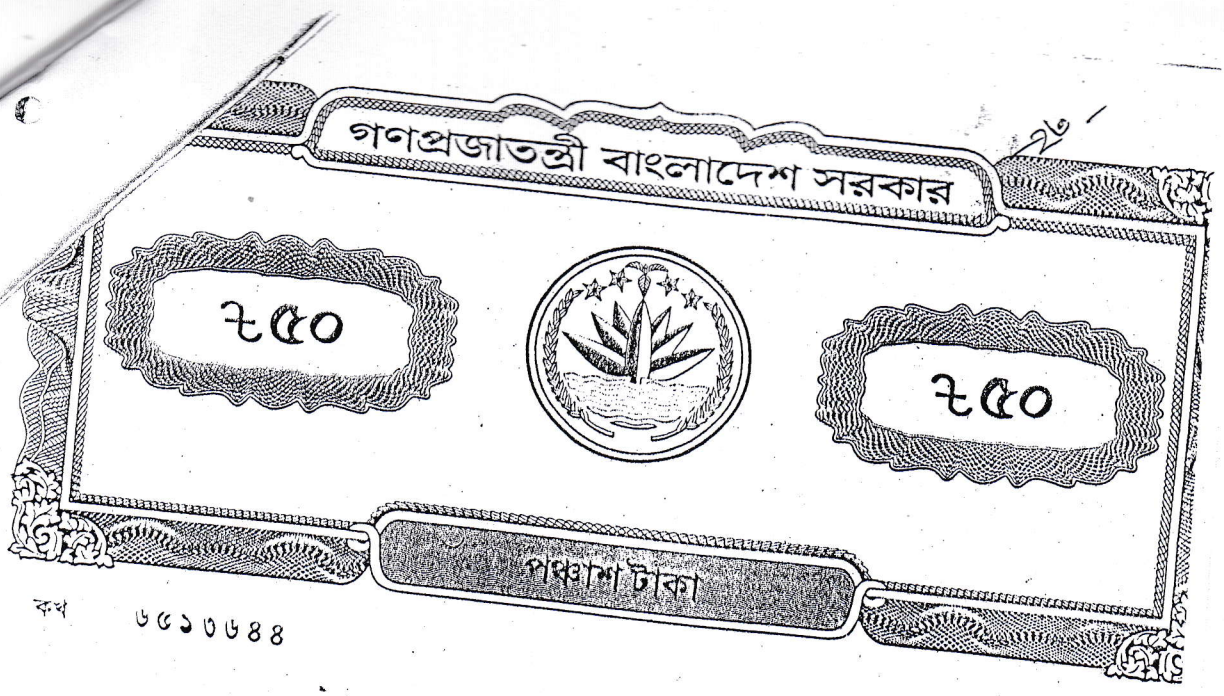

ক খ ৬৫১৩৬৪৪

থাকবে। প্রয়োজনের নিরিখে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এই সমঝোতা স্মারক যে কোন সময়ে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন করা যাবে।

(২) প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা কোন অনাকাঙ্খিত ও অনভিপ্রেত ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে প্রকল্প কর্মকান্ড বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটলে বা উভয় পক্ষের নিয়ন্ত্রন বর্হিভূত কোন ঘটনা, পরিবেশ সৃষ্টি হলে বা মেয়াদ পূর্বে প্রকল্পের সমাপ্তি ঘোষিত হলে কোন পক্ষের কোন দায়বদ্ধতা থাকবে না।

৮। আরবিট্রেশনঃ

(১) উভয় পক্ষের মধ্যে কোনরূপ মতানৈক্য সৃষ্টি হলে এবং আলোচনার মাধ্যমে নিস্পত্তি না হলে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় হতে একজন করে মনোনিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে ০২ জন আরবিট্রেটর এর মাধ্যমে অমীমাংসিত বিষয় নিস্পত্তি হবে। ১৯৪০ সালের আরবিট্রেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী উভয় পক্ষ আরবিট্রেটর এর রায় মানিয়া নিতে বাধ্য থাকবেন।

(২) এই সমঝোতা স্মারক বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত আইন বলে সম্পাদন করা হলো। এই সমঝোতা স্মারকের কোন বিধান বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী হলে সরকারি আইনই প্রযোজ্য হবে।

উপর্যুক্ত দফাসমূহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ায় অদ্য ২৩/০৬/২০১৩ তারিখে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর প্রদান করা হলো।

১৬.০৬.২০১৩

মোঃ আবিদুল জলিল মিঞা
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর পক্ষে

মোঃ আবুল কাশেম তালুকদার
যুগ্ম সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর পক্ষে

স্বাক্ষীঃ

১। ১৬/৬/১৩
মোঃ সহিদুল ইসলাম খান
পরিচালক (সংযোজন)
বি.আর.ডি.বি, ঢাকা।

২। ১৬/৬/১৩

স্বাক্ষীঃ

১। ১৬/৬/২০১৩
আশীষ কুমার সাহা
উপ-সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২। ১৬/৬/১৩
মোঃ বাবুল মিঞা
সিনিয়র সহকারী সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আশীষ কুমার সাহা
উপ-সচিব
বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সরকার